ইন্দ্রজাল কমিকস্
বেতালের মায়াজাল
টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া প্রকাশন
সংখ্যা ৬
৬০ পয়সা
ঘোড়ায় চড়ে মেঘের দেশে....

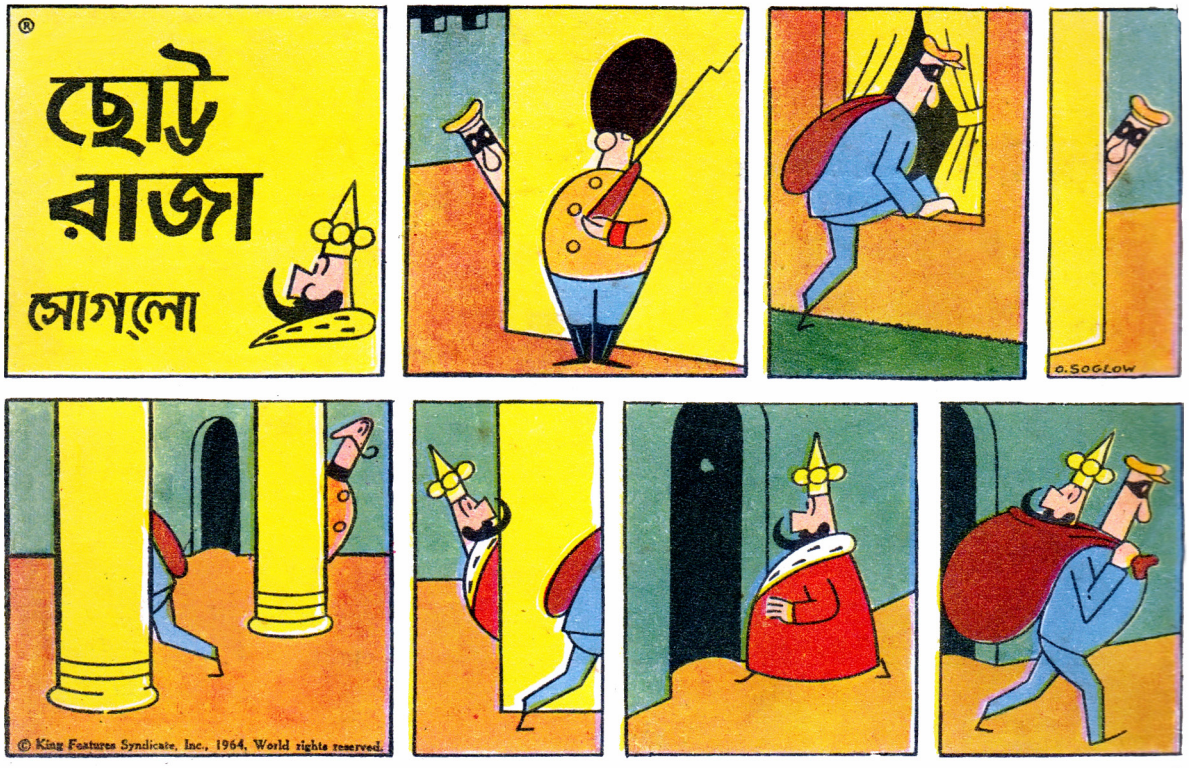

© King Features Syndicate, Inc., 1964, World rights reserved.

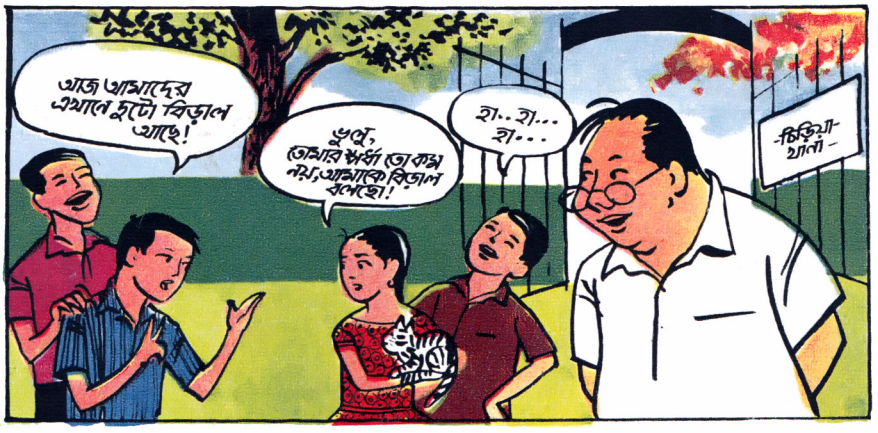

গুরুর আসর
তলওয়লকর
আজ আমাদের এখানে দুটো বিড়াল আছে!
ভুলু, তোমার স্পর্ধা তো কম নয়, আমাকে বিড়াল বলেছো!
হা..হা... হা...
-চিড়িয়াখানা-
মাস্টারমশাই, এই দুরকম ছাড়া আর কত রকমের বিড়াল আছে?
বিড়ালদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ রকমের প্রজাতি আছে।
এই দেখো সিংহ ...একে 'পশুরাজ' বলা হয়। কেবল চেহারার জন্য এর এত সম্মান; কিন্তু সিংহের মধ্যে রাজোচিত গুণের অভাব আছে। সে খুব একটা সাহসী নয়, তা ছাড়া পচা মাংস খায়।
বাঘেরা কি রকম, মাস্টারমশাই?
বিড়াল-গোত্র প্রাণীদের মধ্যে সৌন্দর্য্যের বিচারে সুগঠিত বাঘদের প্রথম স্থান দেওয়া যায়। বন্য জন্তুদের মধ্যে এরা সবচেয়ে ধূর্ত আর ভয়ংকর।
আচ্ছা বাঘেরা কি সবচেয়ে বেশী হিংস্র?
না, শীলা। চিতাবাঘ সবচেয়ে হিংস্র। দেখছ তো – কি সুন্দর দেখতে সে।
চিতা বাঘ

বিড়ালেরাই সবচেয়ে দ্রুতগামী জন্তু, তাই না মাস্টারমশাই?

চিতা সবচেয়ে দ্রুতগামী জন্তু। যদিও একে বিড়াল শ্রেণীতে ফেলা হয়, প্রকৃতপক্ষে এ বিড়ালগোত্রের নয়। চিতারা ভিন্ন গোত্রের জন্তু।

মাস্টার মশাই, ইন্দোনেশিয়ানদের মানুষের পূর্বপুরুষ বলা হয়, তাই না?

হতে পারে। তবে এ বিষয়ে সঠিক কথা কেউ বলতে পারেনা। যাই হোক, মানুষের সাথে বনমানুষের খুব সাদৃশ্য আছে।

বনমানুষ

বন মানুষ?

হ্যাঁ; গরিলা, ওরাংওটাং, উল্লুক ও শিম্পাঞ্জীদের বনমানুষ বলা হয়।

ওরাং ওটাং

উল্লুক

গরিলা

আফ্রিকাতে গরিলাদের দেখতে পাওয়া যায়।

শিম্পাঞ্জী

বোর্নিও, সুমাত্রাতে ওরাংওটাংদের দেখতে পাওয়া যায় ও পূর্ব এশিয়ায় উল্লুকদের। আফ্রিকার পশ্চিম এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে শিম্পাঞ্জীদের বাসভূমি। জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান এরা।

বেতালের মায়াজাল
ডেংকালি উপজাতির দুজন লোক শিকারের আশায় সন্তর্পনে গহনবনের মধ্য দিয়ে এগোয়। হঠাৎ তারা একটা গর্তের মধ্যে পড়ে যায় ....
... ঝোপের আড়াল থেকে একটা 'জীবের' বিজয়োল্লাস শোনা যায়!
আবুং উ° ঊ° ঊ°° ঊ
এযে নেকড়ে ধরার ফাঁদ!

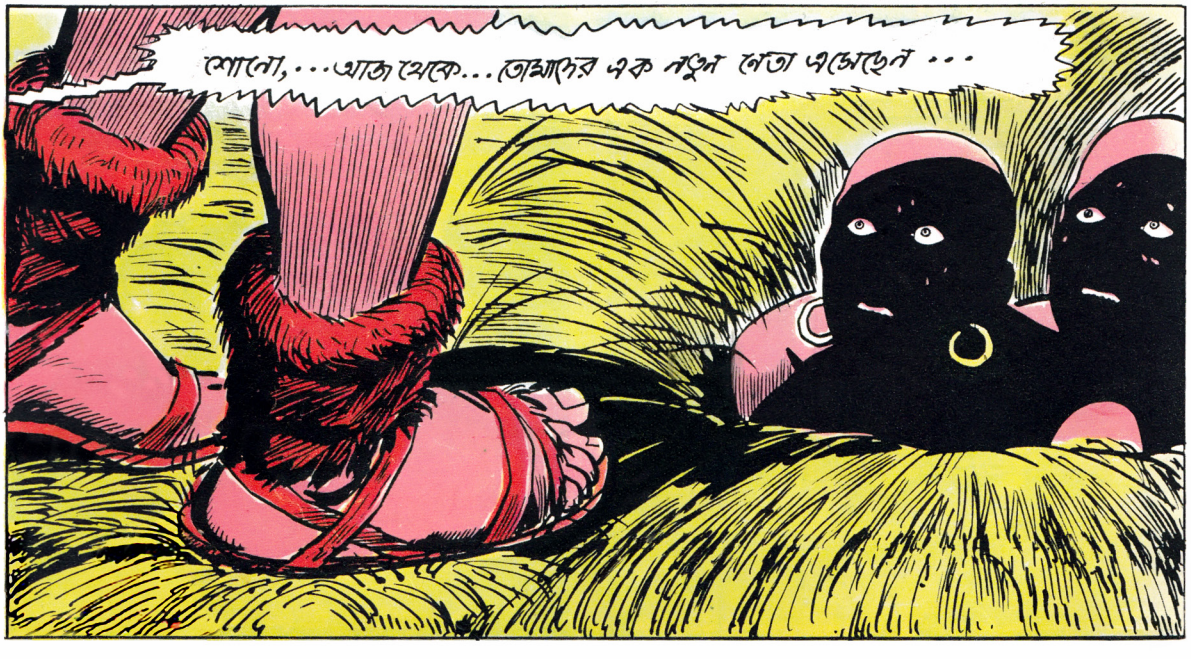

শোনো,...আজ থেকে...তোমাদের এক নতুন নেতা এসেছেন ...

... আমি সব দেখতে পাই...
সব শুনতে পাই! তোমাদের
কোন কিছুই আর গোপন
থাকবেনা!

কিছুদিন পরে, গহনবনে বেতাল ও খবরটা পায়।
হে চলমান অশরীরী,
তেংকালি প্রধান তোমার
সঙ্গে দেখা করতে চায়!

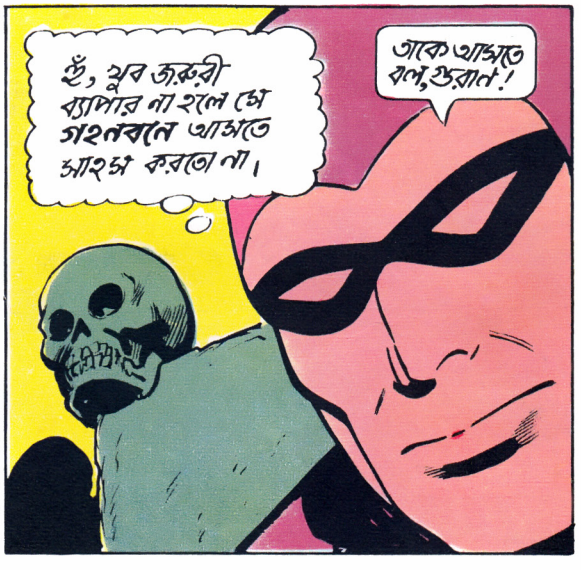
হুঁ, খুব জরুরী
ব্যাপার না হলে সে
গহনবনে আসতে
সাহস করতো না।
তাকে আসতে
বল, শুরান!

বেতাল.... আমাদের
সর্বনাশ হয়েছে!
একমাত্র তুমিই
আমাদের বাঁচাতে পার!
ব্যাপার কি,
ফনো সর্দার?

সপ্তাহ দুই আগের ঘটনা... আমাদের
দুজন শিকারী শিকার করতে গিয়ে
নিরুদ্দেশ!

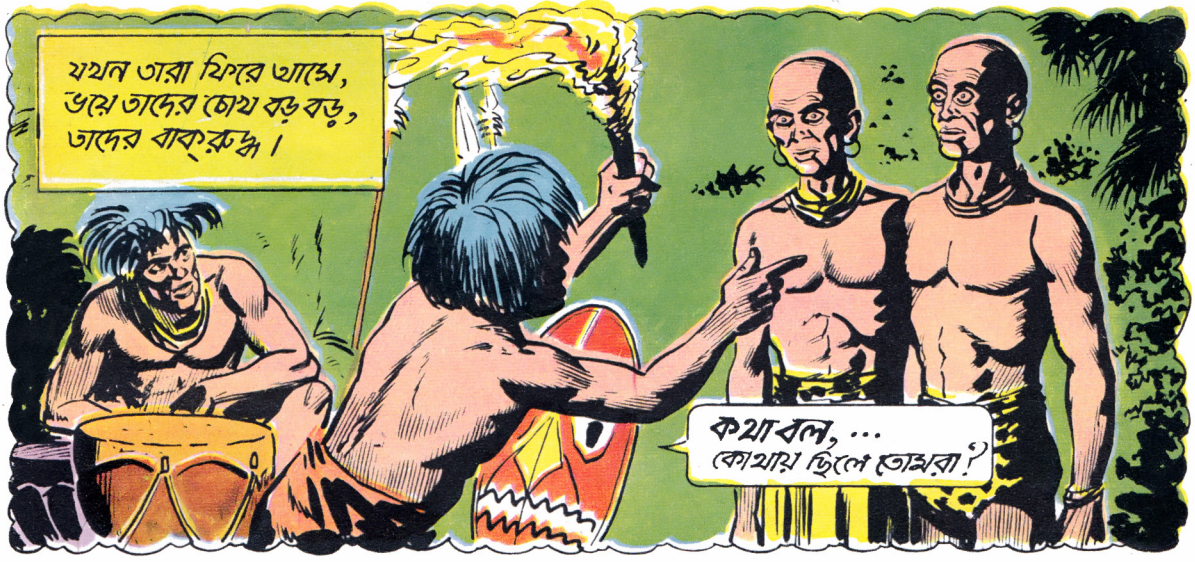
যখন তারা ফিরে আসে, ভয়ে তাদের চোখ বড় বড়, তাদের বাক্‌রুদ্ধ।
কথা বল, ... কোথায় ছিলে তোমরা?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তারা জড়িয়ে জড়িয়ে কি যেন বললো! তারপর দুজন বিশ্বাসী যোদ্ধা নিরুদ্দেশ...
সর্দার, ওরা ঝোপে ঝাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল!

ওদেরও বেশ ভীত মনে হলো.. ওদের প্রলাপের অর্থ ধরতে পেরেছিলাম...
আমরা মোষালী সর্দারের খপ্পরে পড়েছিলাম...
সে থাকে কোথায়? কে সে?

সমস্ত জঙ্গলের সে একাধিপতি।
বেতালের চাইতেও শক্তিশালী... সে জন্তুদের সঙ্গে কথা বলে!

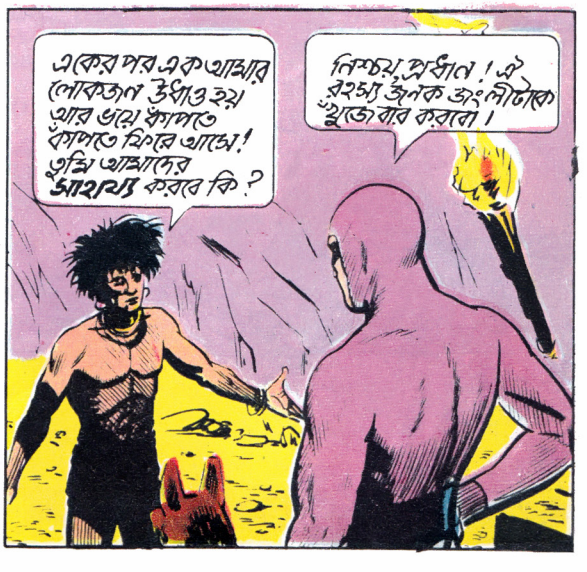
একের পর এক আমার লোকজন উধাও হয় আর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে আসে! তুমি আমাদের সাহায্য করবে কি?
নিশ্চয়, সর্দার! ঐ রহস্য জনক জংলীটাকে খুঁজে বার করবো!

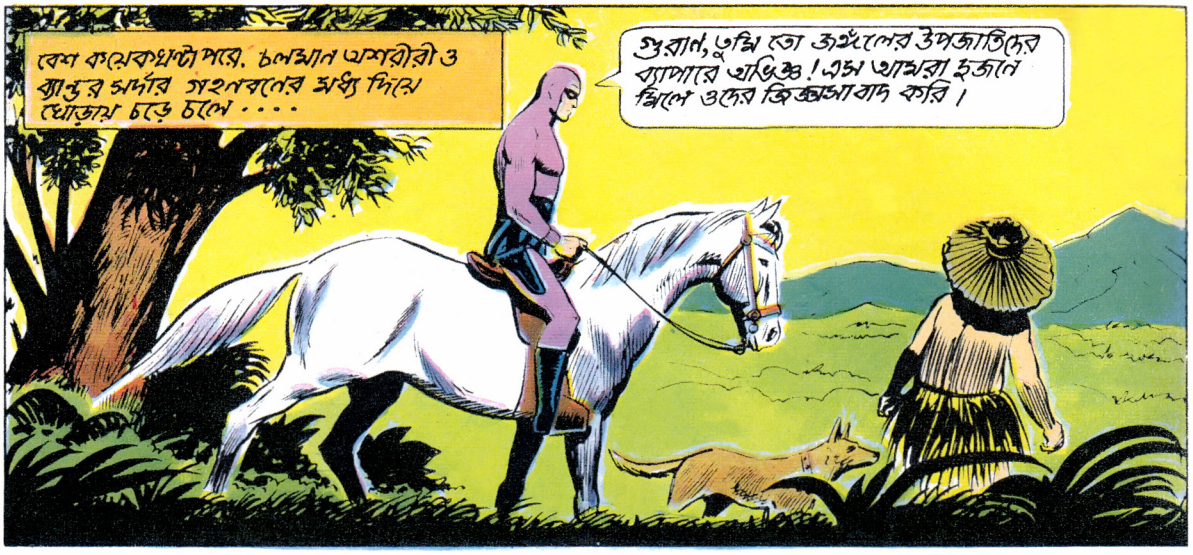

বেশ কয়েকঘণ্টা পরে. চলমান অশরীরী ও ব্যান্ডর সর্দার গহনবনের মধ্য দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে ....
গুরান, তুমি তো জঙ্গলের উপজাতিদের ব্যাপারে অভিজ্ঞ! এস আমরা দুজনে মিলে ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করি।

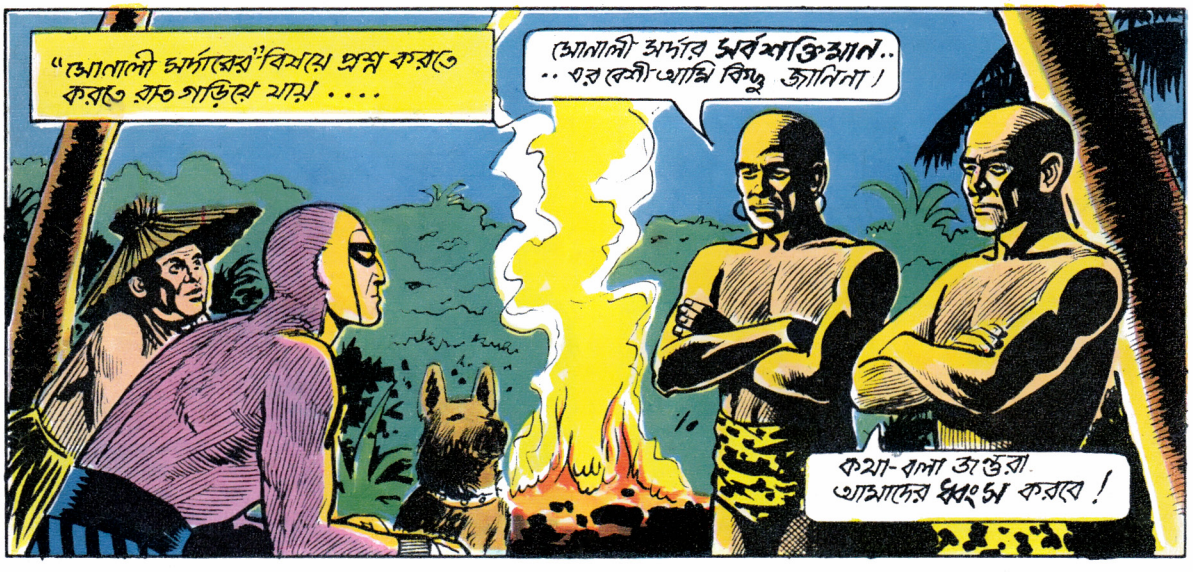

“সোনালী সর্দারের” বিষয়ে প্রশ্ন করতে করতে রাত গড়িয়ে যায় ....
সোনালী সর্দার **সর্বশক্তিমান**.. .. এর বেশী আমি কিছু জানিনা!
কথা-বলা জন্তুরা আমাদের **ধ্বংস** করবে!

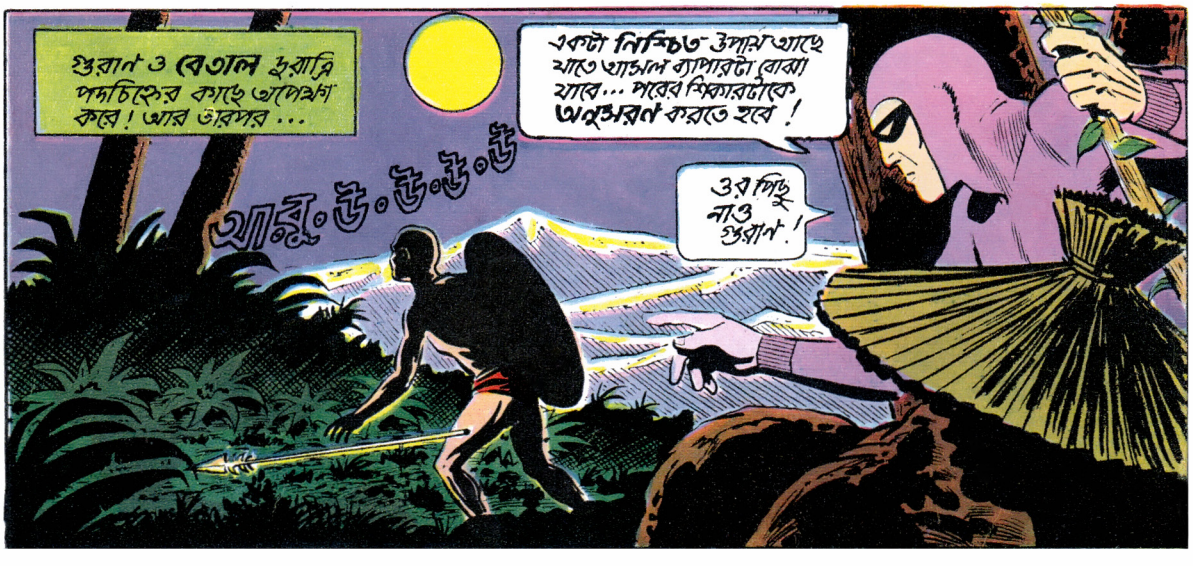

গুরান ও **বেতাল** দুরাত্রি পদচিহ্নের কাছে অপেক্ষা করে! আর তারপর ...
একটা **নিশ্চিত** উপায় আছে যাতে আসল ব্যাপারটা বোঝা যাবে... পরের শিকারটাকে **অনুসরন** করতে হবে!
আরু.উ.উ.উ.উ
ওর পিছু নাও গুরান!

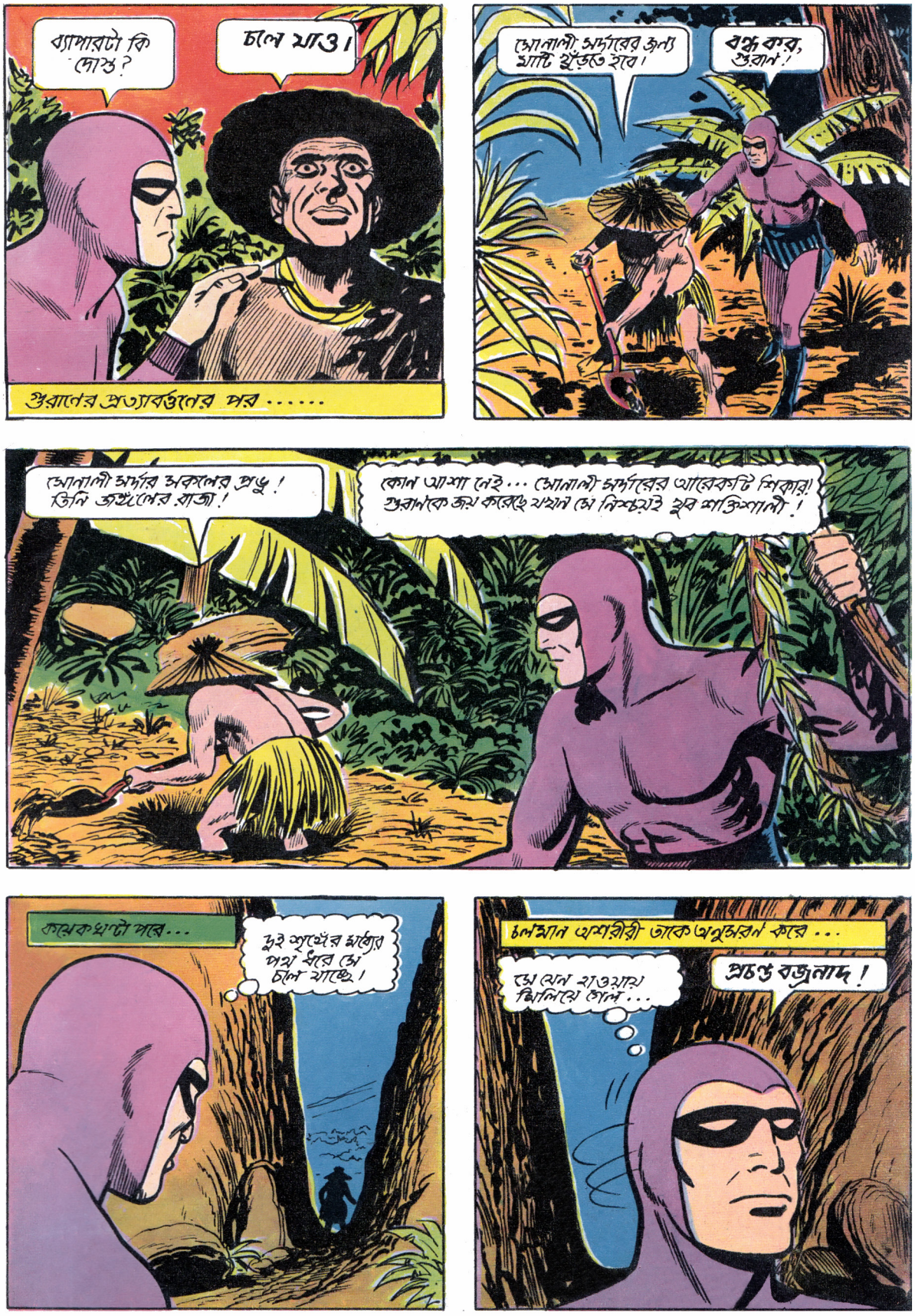

গুরানের প্রত্যাবর্ত্তনের পর ......
ব্যাপারটা কি দোস্ত?
চলে যাও।
সোনালী সর্দারের জন্য মাটি খুঁড়তে হবে।
বন্ধ কর, গুরান!
সোনালী সর্দার সকলের প্রভু! তিনি জঙ্গলের রাজা!
কোন আশা নেই... সোনালী সর্দারের আরেকটি শিকার! গুরানকে জয় করেছে যখন সে নিশ্চয়ই খুব শক্তিশালী!
কয়েকঘন্টা পরে...
দুই শৃঙ্গের মধ্যের পথ ধরে সে চলে যাচ্ছে!
চলমান অশরীরী তাকে অনুসরন করে...
সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল...
প্রচণ্ড বজ্রনাদ!

এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য বেতাল দেখতে পায়। সে বিস্মিত না হয়ে পারেনা!
পাহাড় কেটে একটা খনি তৈরী করা হয়েছে! ওইখানে সোনালীসর্দার বসে আছে, যেন সিংহাসনে বসে আছে একজন রাজা!

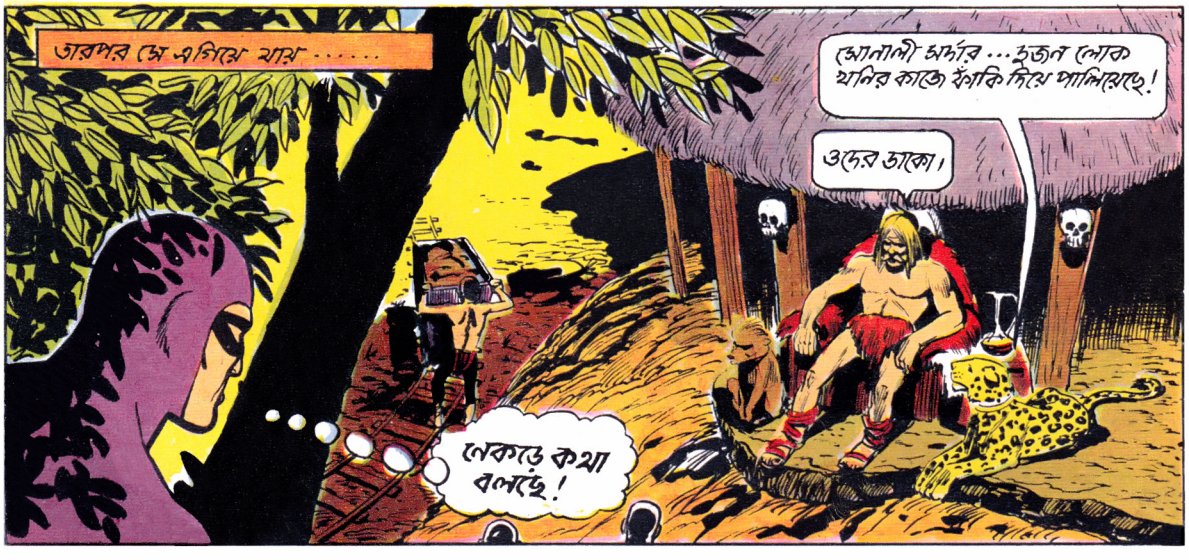
তারপর সে এগিয়ে যায়.....
সোনালী সর্দার ... দুজন লোক খনির কাজে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে!
ওদের ডাকো।
নেকড়ে কথা বলছে!

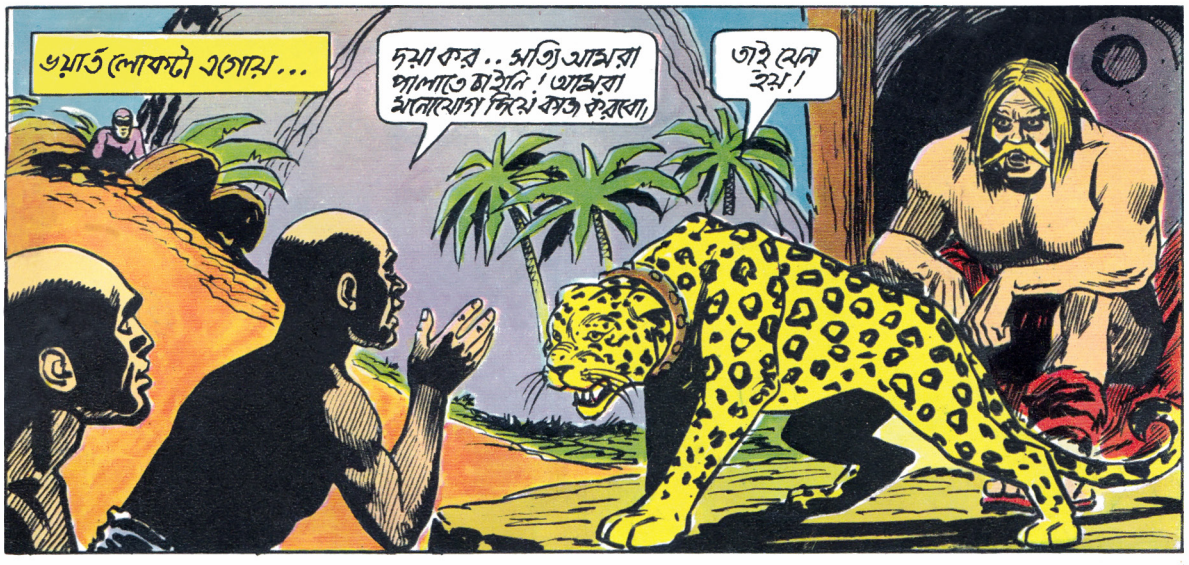
ভয়ার্ত লোকটা এগোয়...
দয়া কর.. সত্যি আমরা পালাতে চাইনি! আমরা মনোযোগ দিয়ে কাজ করবো।
তাই যেন হয়!

জন্তুরা কথা বলছে! এ হতে পারেনা!

কিন্তু হঠাৎ...
গুপ্তচর! আমাদের রাজ্যে শত্রু এসেছে!
কি..কি..!?

বেতাল এসেছে! বন্দী কর তাকে!
কথা বলা বেবুনটা আমাকে ধরিয়ে দিল! এবার ওদের সর্দারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে!

ঠিক সেই সময়..
ইএএএএএক্!
দেখা যাক বেতাল কত শক্তিশালী!
বেতাল সামনে ঝোঁকে...
বেবুনটার মাথা বেষ্টন করে একটা শক্তিশালী হাত জড়িয়ে ধরে।
প্রচণ্ড জোরে বেতাল জন্তুটাকে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে...
তোমার কথাবলা বেবুনের অবস্থা দেখ, ডেংকালির সর্দার!
ই°এ°এ°এ°কা!

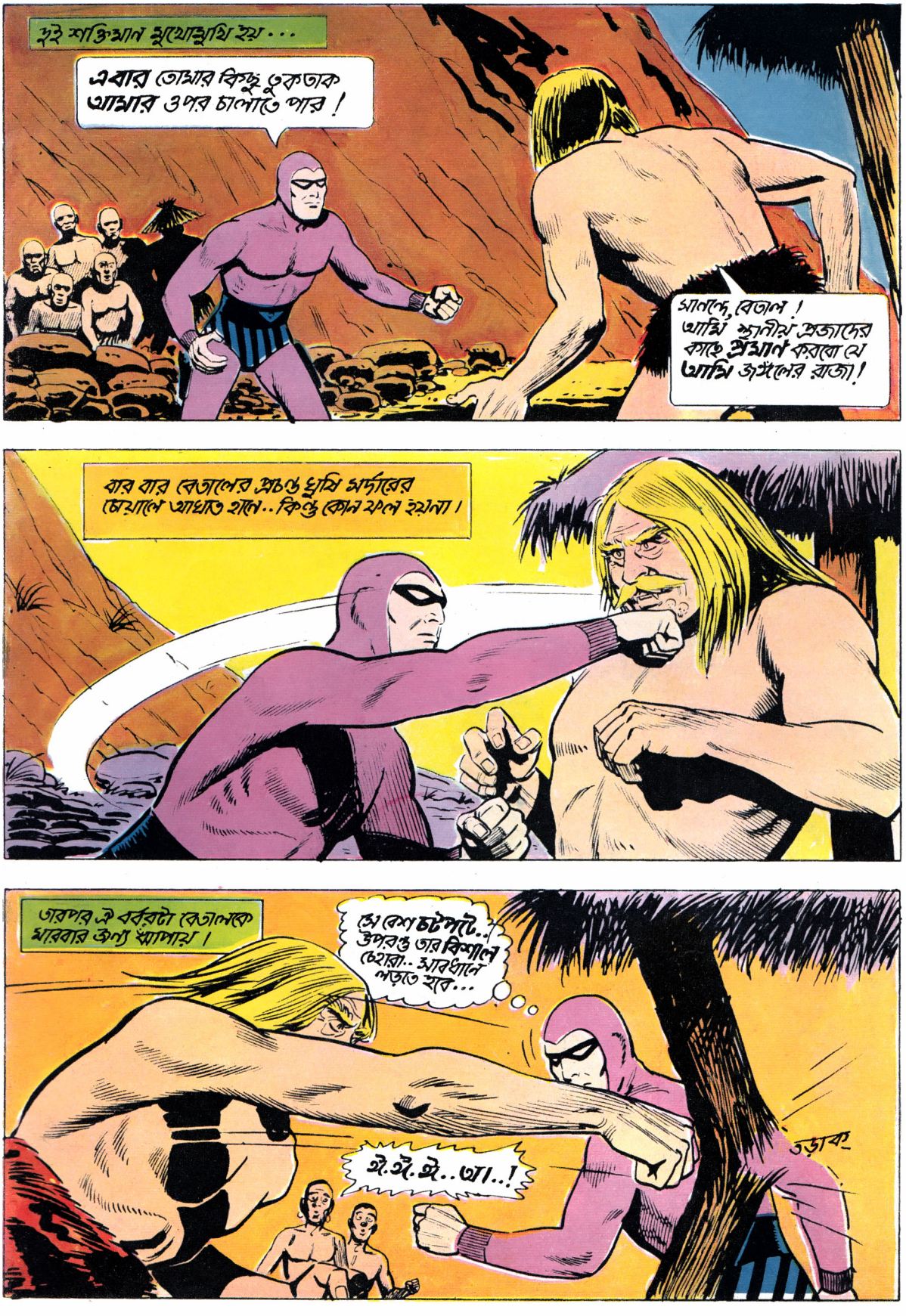
দুই শক্তিমান মুখোমুখি হয়...
এবার তোমার কিছু ভুকতাক আমার ওপর চালাতে পার!
সাবধে, বেতাল! আমি স্থানীয় প্রজাদের কাছে প্রমাণ করবো যে আমি জঙ্গলের রাজা!
বার বার বেতালের প্রচণ্ড ঘুষি মর্দারের চোয়ালে আঘাত হানে.. কিন্তু কোন ফল হয়না।
তারপর ঐ বর্বরটা বেতালকে মারবার জন্য ঝাঁপায়!
ও বেশ চটপটে.. উপরন্তু তার বিশাল চেহারা.. সাবধানে লড়তে হবে...
ঐ.ঐ.ঐ..আ..!
ভড়াক!

হঠাৎ ওই রাগী বর্বরটা একটা শিস্ দেয়..আর..
বেতালকে কোনঠাসা করবার জন্য সে জন্তু-দের ইশারা করেছে!

গুরান দ্বিধাগ্রস্ত হয়! সোনালী সর্দারের ভয়ে সে চুপ থাকবে? না, বেতালের জন্য লড়বে?
বেতাল..সে যে জঙ্গলের সকলের বন্ধু... সে মারা যাবে...
তাকে সাহায্য করতেই হবে!

তারপর...
বেতাল, পালাও, পালাও!
ব্যাটা, আমার সব কারচুপি নষ্ট করে দিল!

হঠাৎ চলমান অশরীরী আমাদের দিকে ঝাঁপ দেয়...
শিগ্গির, গুরান..অন্য একদিন লড়া যাবে !
নিরাপদ জায়গায় পৌঁছুবার একটু আগে..
আগুনের শিখা নিভে গেছে... জন্তুরা আমাদের তাড়া করছে..! গুরান ওপরের দিকে চল !
ওপরে ওঠার সময় তারা মৃত্যুর উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করে ....
কিন্তু ওপরে গেলে আমরা ধরা পড়ে যাব ...
ভয় পেওনা ! একটা উপায় আছে গুরান...!

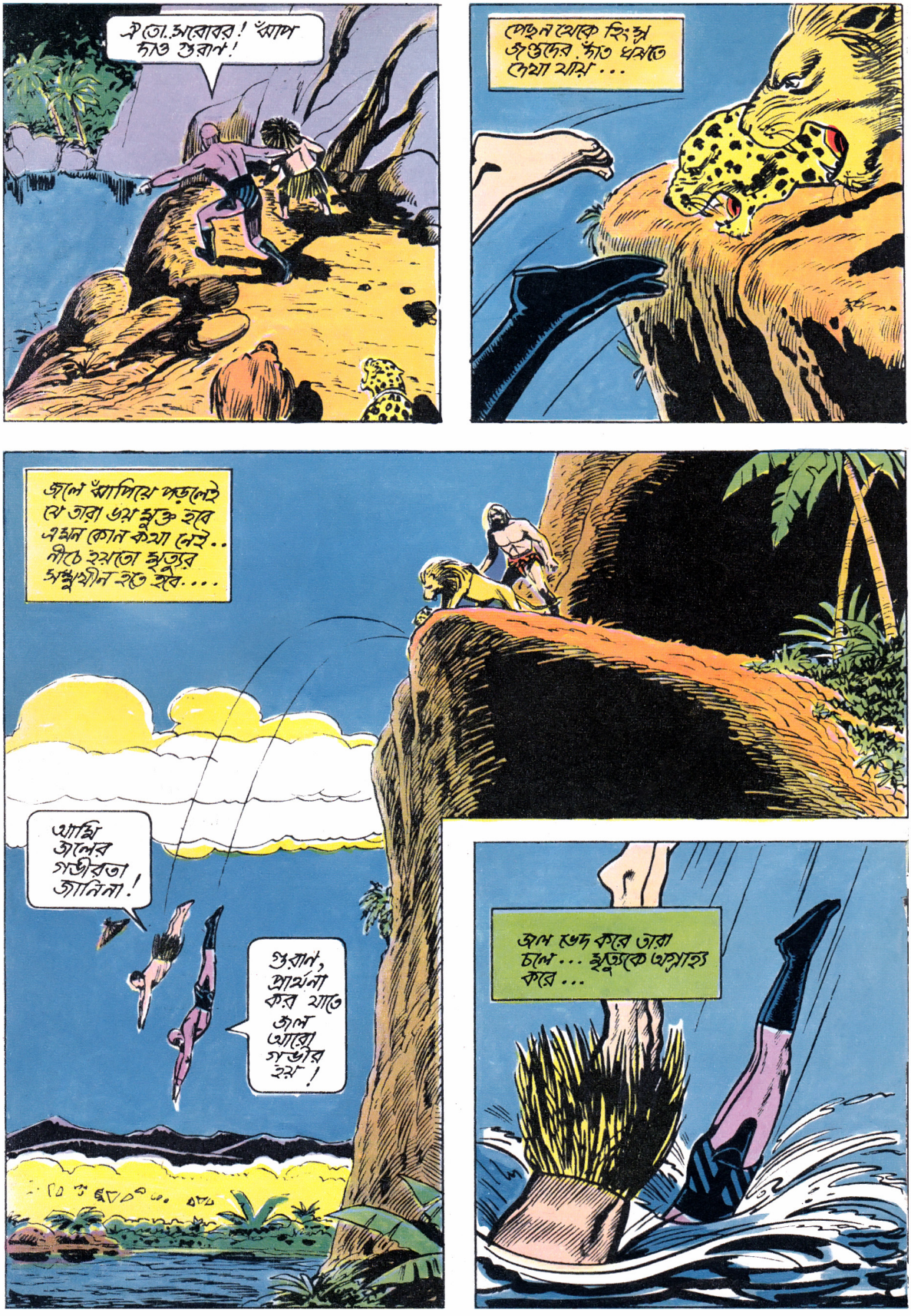

ঐ তো সরোবর! ঝাঁপ দাও গুরান!
পেছন থেকে হিংস্র জন্তুদের দাঁত ধসাতে দেখা যায়...
জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেই যে তারা ভয় মুক্ত হবে এমন কোন কথা নেই.. নীচে হয়তো মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে....
আমি জলের গভীরতা জানিনা!
গুরান, প্রার্থনা কর যাতে জল আরো গভীর হয়!
জল ভেদ করে তারা চলে... মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে...

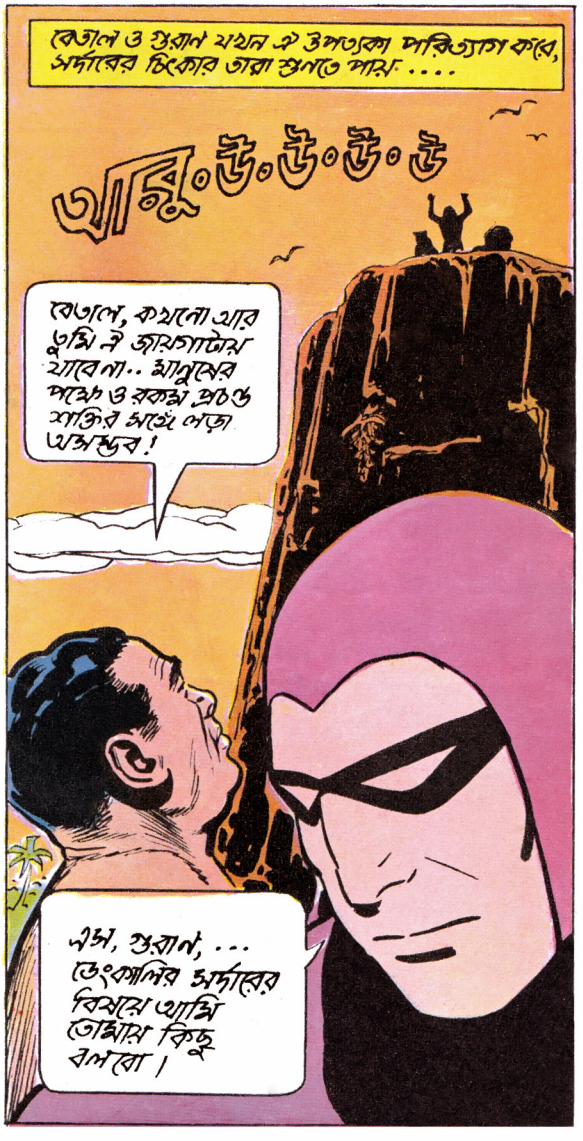

সরোবরের তলদেশের পাথরের আঘাত এড়িয়ে তারা সাঁতরে চলে ...
জঙ্গলের সরোবরটি যথেষ্ট গভীর ছিল।
ওহে বেতালে, আর কখনো এখানে ফিরে এসনা .. আমার রাজ্যে প্রবেশ করলে ভেংকালির সর্দারের হাত থেকে নিস্তার পাবেনা !
বেতাল ও গুরান যখন ঐ উপত্যকা পরিত্যাগ করে, সর্দারের চিৎকার তারা শুনতে পায় ....
আরুং উং উং উং উ
বেতালে, কখনো আর তুমি ঐ জায়গাটায় যাবেনা .. মানুষের পক্ষে ও রকম প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে লড়া অসম্ভব !
এস, গুরান, ...
ভেংকালির সর্দারের বিষয়ে আমি তোমায় কিছু বলবো।

গুরান, তুমি তো বাঘাকে অনেক বছর ধরে জান, তবুও ওর ব্যাপারে সব কিছু জানো না।
বেতাল তুমি দেখছি ধাঁধার মত কথা বলছো।
ভালো করে লক্ষ্য কর, গুরান!
ব্যান্ডরদের সব গোপন ব্যাপার আমি জানি! আমার কথা না শুনলে সব ফাঁস করে দেব!
বাঘার গলায় একটা শয়তান নেকড়ের আওয়াজ পাচ্ছি!
না.. তা নয় গুরান — ওটা একটা চালাকি মাত্র! অনেকটা সোনালী সর্দারের ধাপ্পার মত!
একে শব্দ অনুকরন বিদ্যা বলা হয়! কায়দাটা এমন যে মনে হয় অন্য কেউ কথা বলছে.... আওয়াজটা দূর থেকে ভেসে আসে।
সোনালী সর্দার এ ব্যাপারে বেশ পারদর্শী। সে নানা রকমের পশুপাখীর ডাক নকল করতে পারে, মনে হয় যেন জন্তুরাই কথা বলছে! বুঝেছ গুরান?

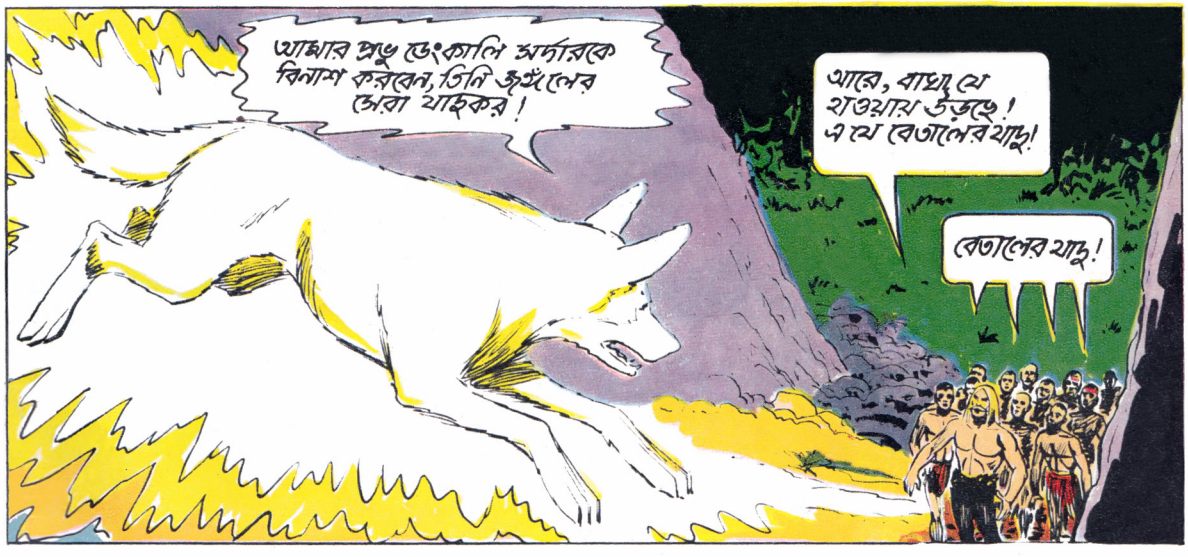

পরের দিন সন্ধ্যায় গিরিপথে এক বিচিত্র কথা শোনা যায় ...
ওহে ভেংকালির সর্দার, এবার বেতালের যাদু দেখ !
সোনালী সর্দার তার বিস্মিত দাসদের সতর্ক করে ...
দেখ ! দেখ !
আমার প্রভু ভেংকালি সর্দারকে বিনাশ করবেন, তিনি জঙ্গলের সেরা যাদুকর !
আরে, বাঘা যে হাওয়ায় উড়ছে ! এ যে বেতালের যাদু !
বেতালের যাদু !
রাগে সোনালী সর্দার ফেটে পড়ে ....
এটা একটা ভাঁওতা ! তুমি আমার দল ভাঙতে পারবেনা। তোমায় আমি কেয়ার করিনা,
অদৃশ্য জায়গা থেকে ...
প্রথম কাজ শেষ ... গুরান তারটা খুলে ফেলো। আমি বাঘার গা থেকে চক্‌চকে রং টা তুলে ফেলেছি।
কী অপূর্ব যাদু .. বাঘা যেন হাওয়াতে ভাসছিল !

পরের রাতে...
সোনালী-সর্দার, তুমি একজন প্রতারক... তুমি রাজা হবার অযোগ্য। একমাত্র বেতালই আকাশে উড়তে পারে!

বেতালের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ সর্দারের রাজ্যে প্রতিধ্বনিত হয়...
সাবধান ডেংকালির সর্দার... চলমান অশরীরী তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে!
আবার "তার" কণ্ঠস্বর শুনছি!

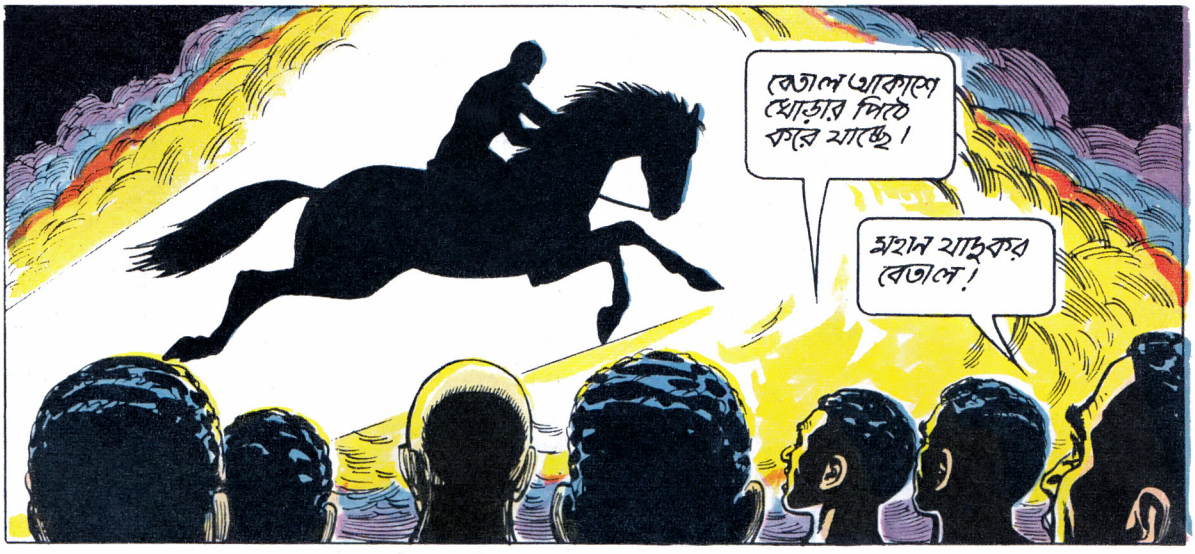

বেতাল আকাশে ঘোড়ার পিঠে করে যাচ্ছে!
মহান যাদুকর বেতাল!
গুরান, এই ব্যাপারটার জন্য তাকে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হবে। ওটা মেঘের গায়ে আমার একটা ছবি মাত্র – এই কথাটা তার 'দাস-দের' বোঝাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে!
যদি আমার ধারনা ভুল না হয় তবে এবার তাকে প্রমান করতে হবে যে সেই জঙ্গলের ভাগ্যবিধাতা।
গভীর রাতে, সর্দারের ঘরের মধ্যে অদ্ভুত কথা শোনা যায়।
বেতালের কথা বলছে? ঐ জংলীটা আমার সর্বনাশ করছে. হ্যাঁ....

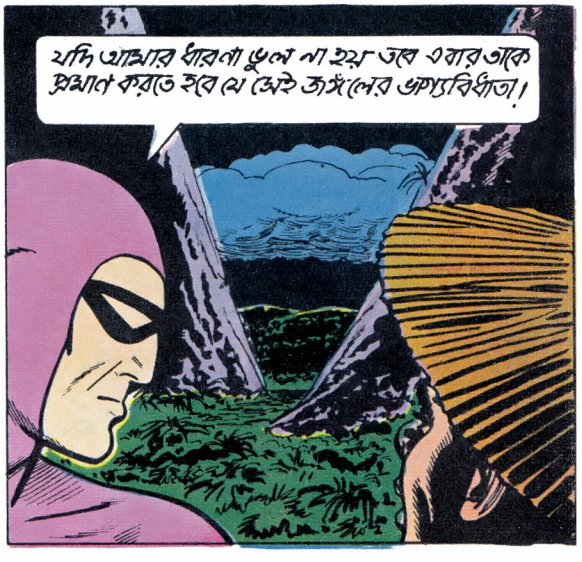

বেতালের শক্তির গর্ব চূর্ণ করার জন্য আমায় শিগগির একটা বন্দোবস্ত করতে হবে। শ্রমিকদের মনের মধ্যে আরও ভয় ঢোকাতে হবে!
সর্দারের বার্তা নিয়ে স্থানীয় একজন ডাকহরকরা জঙ্গলের পথ ধরে ছুটে চলে।
বে..তাল... বে..তাল...
হঠাৎ
বেতালের সঙ্গে কে দেখা করতে চায়
ভেংকালি উপজাতির লোক – ওনুগু!
সোনালী সর্দার বেতালের কাছে একটা খবর পাঠিয়েছে! উত্তর নিয়ে আমাকে ফিরতে হবে।
অপেক্ষা কর!
বেতাল সর্দারের চিঠি পড়ে।
আগামীকাল সকালে ভেংকালিদের সামনে তোমায় যুদ্ধে আহ্বান করছি। যে হারবে তাকে চিরতরে জঙ্গল ছাড়তে হবে।
ওকে কি বিশ্বাস করা যায়, হে চলমান অশরীরী?
না, গুরান – বর্বরটাকে পরাজিত করলেই জঙ্গলের লোকদের মন থেকে ভয় দূর হবে! প্রস্তাবটা গ্রহণ করতেই হবে!

বেতাল রাজি হয়েছে! বেশ! সে ভেবেছে যে খালি হাতে লড়ে আমাকে হারিয়ে আমার লোক-জনদের ওর দলে নিয়ে যাবে!
কিন্তু আমি তাকে কোন সুযোগ দেবনা! লড়াইতে যদি হেরেও যাই, তবুও আমি প্রস্তুত আছি।
কালারকা, তোমায় একটা কাজ দেব!
ডেংকালি গ্রামে সূর্য্যোদয় হয়...
ওঠ সবাই! ভয়ংকর লড়াই দেখবে... চলমান অশরীরী আজ সোনালী সর্দারের সাথে লড়াইতে নামবে!
দুজনে একই সঙ্গে জঙ্গলের রাজা হতে পারেনা।
ডুম ডুম ডুম
ডুম ডুম ডুম
পাহাড়ের নীচে ডেংকালিরা জড়ো হয়।
তোমার অস্ত্র হাতে নাও, বেতাল। শিগ্গির তুমি সত্যিকারের ভূত হয়ে যাবে!
আমরা তরবারি নিয়ে লড়বো! ওটা সর্দারের প্রিয় অস্ত্র, অবশ্য...

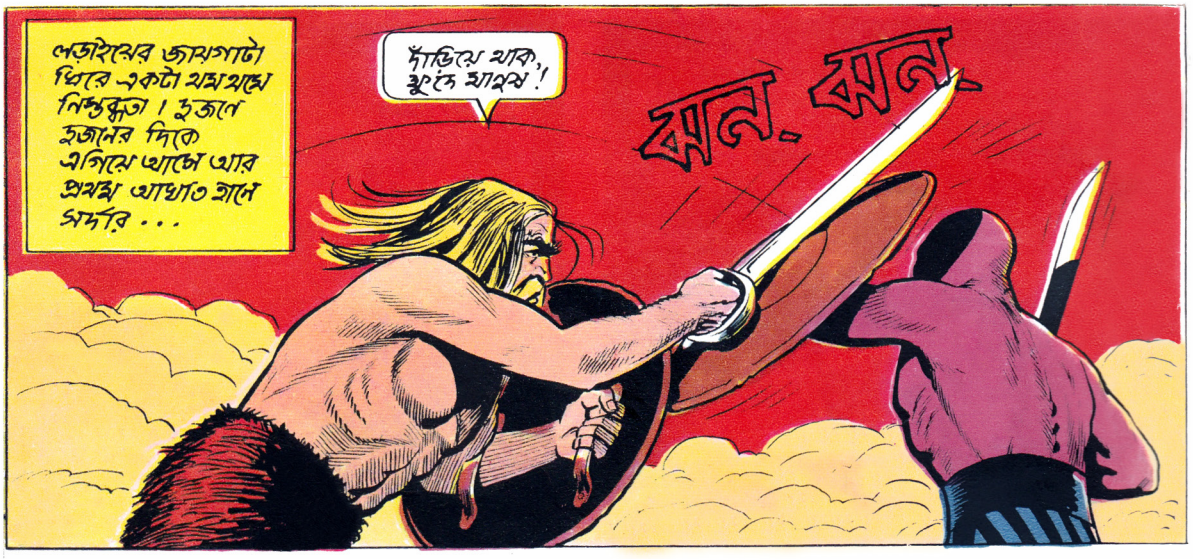

লড়াইয়ের জায়গাটা ঘিরে একটা থমথমে নিস্তব্ধতা। দুজনে দুজনের দিকে এগিয়ে আসে আর প্রথম আঘাত হানে সর্দার ...
দাঁড়িয়ে থাক, মুখোশ মানুষ!
ঝন. ঝন.

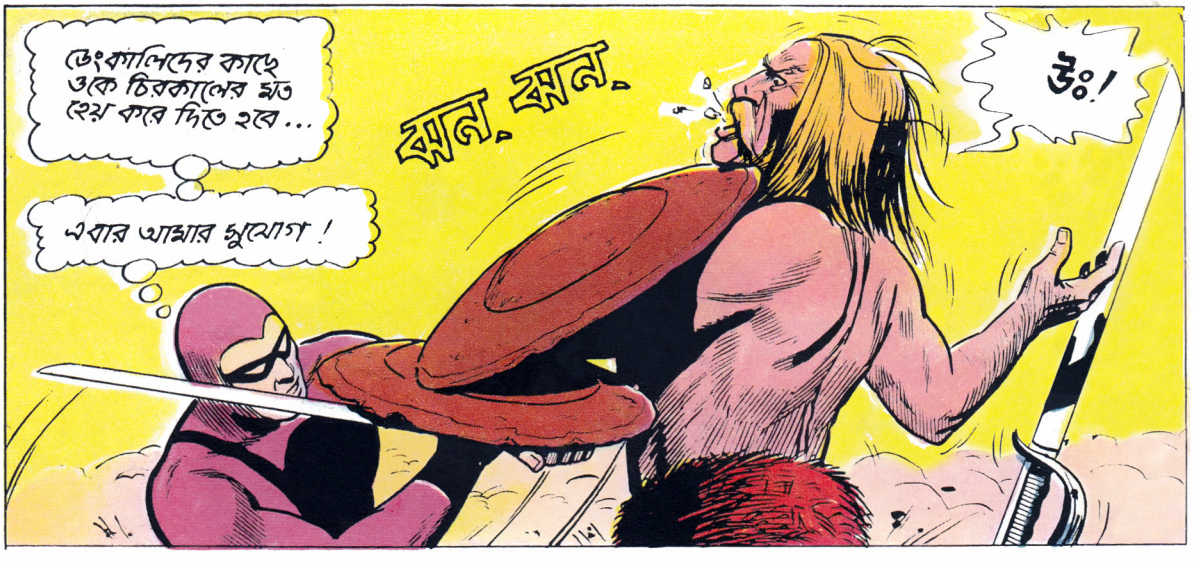

ডেংকালিদের কাছে ওকে চিরকালের মত হেয় করে দিতে হবে ...
এবার আমার সুযোগ!
ঝন. ঝন.
উঃ!

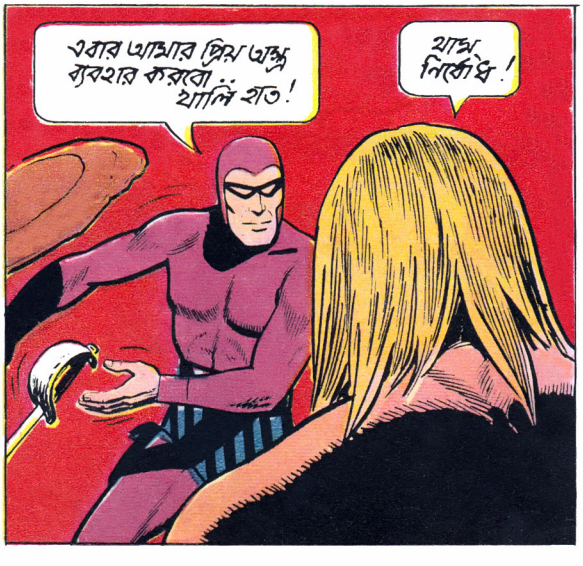

এবার আমার প্রিয় অস্ত্র ব্যবহার করবো খালি হাত!
থাম নির্বোধ!

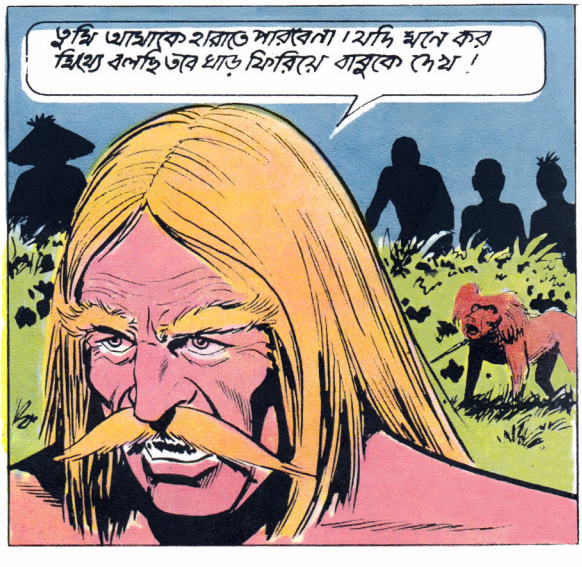

তুমি আমাকে হারাতে পারবেনা। যদি মনে কর মিথ্যে বলছি তবে ঘাড় ফিরিয়ে বাঘকে দেখ!

ওর গলায় যে তারটা জড়ানো আছে ওটা পাহাড়ের ঢালুতে ডিনামাইটের সাথে লাগানো আছে!
বাবুকে একটা ইশারা করলেই ৫০ পাউণ্ডের একটা ডিনামাইট পাহাড়টাকে উড়িয়ে দেবে! আর তোমার সাধের ডেংকালি অঞ্চলও ধ্বংস হবে!
সবার সামনে পরাজয় মেনে নাও ... আমাকে জঙ্গলের শাসক বলে স্বীকার কর ... নইলে সবাই মারা যাবে! হা হা – হা হা! কোন উপায় নেই, বেতালে!
বেতালে সমাধান খোঁজে ...
ইতস্তত: করার কিছু নেই। তোমায় বোকা বানিয়েছি! আমি জিতে গেছি!
হতে পারে.. নাও হতে পারে!
বাবু
বেতালে প্রচণ্ডভাবে ঘুরতে থাকে আর সোনালী সর্দারের তরবারিটা চেপে ধরে .. আর ...

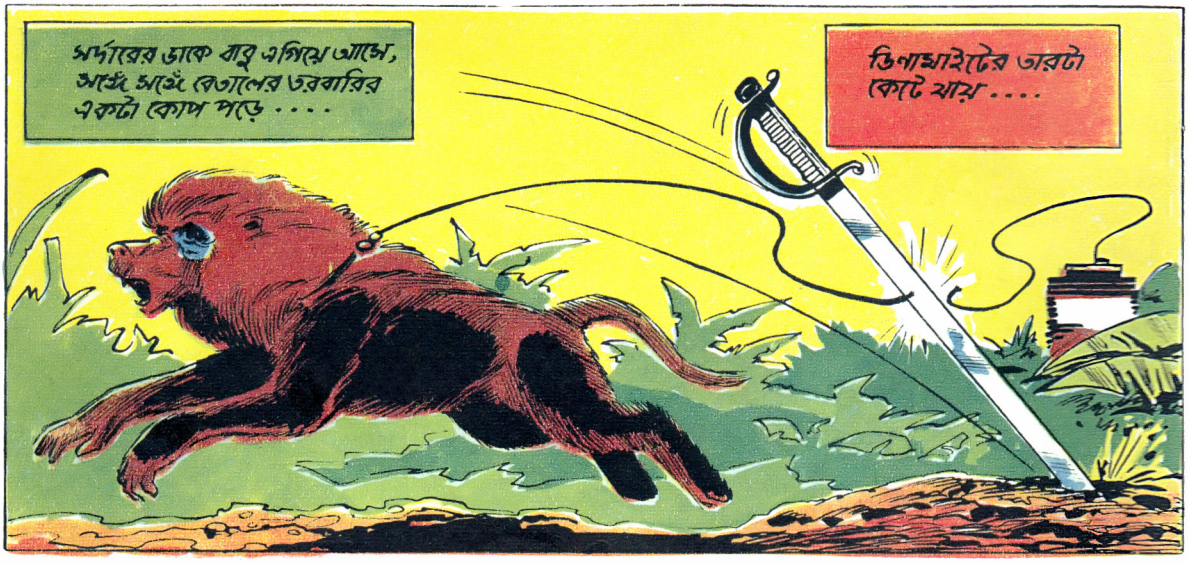
সর্দারের ডাকে বাঘ এগিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে বেতালের তরবারির একটা কোপ পড়ে ....
ডিনামাইটের তারটা কেটে যায় ....

জঙ্গলের শাসক কে সেটা এবার ঠিক হবে! বেতালে চটপট কাজ করে ....

বেতাল তার করোটি চিহ্নিত আঙটি দিয়ে প্রচণ্ড-ভাবে সর্দারের মুখে আঘাত করতে থাকে।
জয়, বেতালের জয়! বেতাল জঙ্গলের রাজা!
বেতালে
বেতালে

স্থানীয় লোকেরা সর্দারের শিবির তছনছ করে..
ডেংকালির লোকদের দিয়ে তুমি যে সব খনি মুক্তো সংগ্রহ করেছ, সে সব তাদের কাছে থাকবে। জঙ্গলে কখনো আসবেনা, নইলে মৃত্যু অবধারিত!

ভোনালী সর্দার একজন শয়তান! সে তোমাদের আর জ্বালাবেনা।
জয় চলমান অশরীরীর জয়! সে জঙ্গলের জ্ঞানী ও ধার্মিক রাজা!

JWTUC 2928

Printed and published for the Proprietors Bennett, Coleman & Co., Ltd., by Pyarelal Sah at the Times of India Press, Bombay, India. Editor: Mahavir Adhikari.

Indrajal Comics. No. 6 June 1966 Bengali

ভিউ মাস্টারে ভাল্লুক যোগীর কীর্তিকলাপ দেখে তোমার রোমাঞ্চ হবে। ভিউ মাস্টারের সম্পূর্ণ রঙীন স্টিরিও-য় দেশ বিদেশের জীবন্ত ছবি দেখে বেড়ানোর মজা পাবে। বিদেশের নানা দর্শণীয় জায়গা ও শহরগুলো দেখার আনন্দ পাবে। সকলের প্রিয় সজীব কার্টুন ও নামকরা রূপকথার ছবি দেখার অমূল্য সুযোগ।

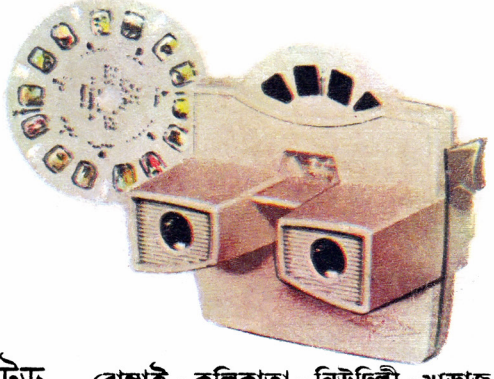

SAWYER'S **VIEW-MASTER**®

সয়াস ইন্‌ক, পোটল্যাণ্ড ৭, ওরেগেনর নির্মাণ,
নিকটতম ফোটো বিক্রেতার কাছে পাওয়া যায় অথবা:

প্যাটেল ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বোম্বাই - কলিকাতা - নিউদিল্লী - মাদ্রাজ